১০৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে

শতাধিক কলেজে ভুয়া মার্কশীটধারী ৭ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী

কুমিল্লা হইতে সংবাদদাতা ॥ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন শতাধিক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ভুয়া নম্বর ফর্দধারী (মার্কশিট) ৭ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বোর্ডের বিশেষ তদন্তে উল্লেখিত পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর নম্বর ফর্দ ভুয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখা গত কয়েক মাস তদন্ত করিয়া ঐসকল ভুয়া নম্বর ফর্দধারী ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করিতে পারিয়াছে। ১৯৯৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঐ বছরই তাহারা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১০টি জেলার ১২১টি কলেজে ভর্তি হইয়াছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, বিভিন্ন কলেজ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শতাধিক কলেজে ভুয়া মার্কশীটধারী

(৩য় পৃঃ পর)

হইতে জমা দেওয়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে দুই একটি নম্বর ফর্দ সন্দেহজনক বলিয়া যাচাই করিলে দেখা যায় ঐগুলি ভুয়া। পরবর্তীতে সব নম্বর ফর্দ ৯৬ সালের এসএসসি ফলাফলের মূল টেবুলেশন-বইতে যাচাই করিলে ৭০৪টি নম্বর ফর্দ ভুয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি জানান, যাচাই আরও বাকী আছে। পরে এ সংখ্যা আরও বাড়িতে পারে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ফেনী নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর জেলার নামকরা সব সরকারী কলেজসহ অন্যান্য বেসরকারী ও সরকারী কলেজে এই ভুয়া নম্বর ফর্দধারীরা ভর্তি হইয়াছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষা বোর্ডের নম্বর ফর্দ কম্পিউটারে তৈরী হইতেছে। ভুয়া নম্বর ফর্দগুলি হুবহু একইভাবে কম্পিউটারে তৈরী, এইসব নম্বর ফর্দগুলিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীকে উত্তীর্ণ নম্বর অথবা দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে নম্বর বাড়াইয়া প্রথম বিভাগ দেখানো হইয়াছে।